প্রসঙ্গ : শিক্ষাব্যবস্থা

কান্তি বিশ্বাস

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

❑ **শিক্ষা : পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে** ১৭-৬৮

- ❖ প্রারম্ভিক শিক্ষা : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের স্থান ১৯
- ❖ জাতীয় নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মান ২২
- ❖ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বাইশ বছর ২৭
- ❖ শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবেই ৩০
- ❖ শিক্ষাক্ষেত্রে যে করণীয় কাজগুলি আমরা সমাধা করতে চাই ৩৬
- ❖ শিক্ষার দুই দশক ৪৪
- ❖ শিক্ষায় সন্ত্রাস ও সিদ্ধার্থশঙ্কর ৪৯
- ❖ শিক্ষা-বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করুন ৫৩
- ❖ শিক্ষাক্ষেত্রে কঠিন প্রশ্ন ৫৬
- ❖ এ অগ্রগতি রুধিবে কে? ৬১
- ❖ পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রসঙ্গে ৬৬

❑ **ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা : ভাবনা** ৬৯-১৪০

- ❖ শিক্ষাব্যবস্থা ও আমরা ৭১
- ❖ নতুন সহস্রাব্দে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ৭৮
- ❖ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি ৮৭
- ❖ ভারতের শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন ১৯৮৬ ৯৩
- ❖ সাধারণতন্ত্র দিবসের আহ্বান : শিক্ষা হোক সার্বজনীন ১০২
- ❖ শিক্ষাজগতে অভিনব আক্রমণ ১০৬
- ❖ সার্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা ও কেন্দ্রীয় সরকার ১০৯
- ❖ ভারতের বর্তমান শিক্ষা-জগৎ ১১৩
- ❖ ভারতভূমিতে বে-সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১২০
- ❖ শিক্ষাক্ষেত্রে গীতা না চিতা ১২৪
- ❖ বিপদাপন্ন উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ১২৮
- ❖ যে ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষানীতি কার্যকর করতে চায় ১৩৫

❑ শিক্ষাব্যবস্থার উপর মন্তব্য ১৪১-১৮২

❖ নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৪৩-তম রাজ্য সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ ১৪৩
❖ কেন্দ্রীয় চক্রান্ত ব্যর্থ করুন ১৫৩
❖ বর্তমান অবস্থার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে ১৫৭
❖ প্রাথমিক শিক্ষা : কিছু কথা, কিছু ভাবনা ১৬১
❖ সর্বজনীন শিক্ষা ও সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক ১৬৫
❖ তথাকথিত জাতীয় পাঠক্রমের স্বরূপ ১৭০
❖ শিক্ষার প্রসারে বামফ্রন্ট সরকারের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিই গণমুখী ১৭৪
❖ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের অধিবেশনে নতুন সাফল্য ১৭৮

❑ শিক্ষাব্যবস্থা ১৮৩-২৪২

❖ নতুন শতাব্দীর অগ্রগতির সেতু ১৮৫
❖ শহরের শিক্ষাচিত্র ১৯০
❖ শিক্ষার হাল ১৯৪
❖ কলেজ শিক্ষা : ওখানে ও এখানে ১৯৬
❖ কলেজ শিক্ষকদের অবসর সংক্রান্ত কিছু কথা ২০০
❖ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা : একটি গুরুতর প্রশ্ন ২০৫
❖ আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ২১০
❖ শিক্ষা ও শিক্ষক ২১৫
❖ মাদ্রাসা শিক্ষা ২২০
❖ শিক্ষা : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ২২৪
❖ নারীশিক্ষা — অতীত ও বর্তমান ২৩৬

❑ শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা ২৪৩-২৭০

❖ উচ্চতর শিক্ষা ও শিক্ষক ২৪৫
❖ উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে কেন্দ্রের সর্বাত্মক আক্রমণ ২৪৯
❖ সঙ্কটের দুর্বিপাকে উচ্চশিক্ষা ২৫৪
❖ ইতিহাস, না রম্যরচনা ২৫৯
❖ এই শিক্ষানীতিকে রুখে দিতে হবে ২৬৪
❖ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি ২৬৭

❑ **শিক্ষা : ভর্তি-পরীক্ষা ও অন্য প্রসঙ্গ** ২৭১-৩০২

❖ কেন শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তন ২৭৩
❖ পরীক্ষা ও শিক্ষা ২৭৯
❖ কলেজ ও বিদ্যালয়ে ভর্তি ও কিছু প্রশ্ন ২৮৪
❖ উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির প্রসঙ্গে ২৮৯
❖ বিদ্যালয়ে ভর্তির লটারি — কী ও কেন? ২৯২
❖ ছাত্রভর্তির সমস্যা সম্পর্কে কিছু কথা ২৯৬
❖ প্রাথমিকে ইংরেজি ও ফেলপ্রথা প্রসঙ্গে ৩০০

❑ **শিক্ষা : বিবিধ প্রসঙ্গ** ৩০৩- ৪৪৮

❖ স্কুলপাঠ্য বই : মাহাত্ম্য ও দৌরাত্ম্য ৩০৫
❖ প্রাথমিক শিক্ষায় কেন এই অর্ডিন্যান্স ৩১১
❖ প্রসঙ্গ : প্রাইভেট টিউশন ৩১৪
❖ মাস্টারমশাইয়ের কাছে ছাত্রের জিজ্ঞাসা ৩১৮
❖ শিক্ষক ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা ৩২২
❖ মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অবস্থান : তখন ও এখন ৩২৬
❖ পেনশন প্রকল্পে নতুন সংযোজন ৩৩২
❖ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ও মামলা ৩৩৫
❖ শিক্ষকদের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করার যৌক্তিকতা ৩৩৮
❖ অতিরিক্ত পাঁচ বছর ছিল নিঃস্বদের শোষণ-দক্ষিণা ৩৪৪
❖ প্রাথমিক শিক্ষকদের ষাট-পঁয়ষট্টির মামলা ৩৪৭
❖ কেরলের শিক্ষা সংগ্রামের পঞ্চ জবা ৩৫১
❖ 'সকলের জন্য শিক্ষা' ও আমাদের ভূমিকা ৩৫৫
❖ শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে (২০০০) ৩৫৮
❖ বিশ্ববন্দিত রাধাকৃষ্ণাণ ৩৬২
❖ সোভিয়েতের শিক্ষাব্যবস্থা (১৯৮৫) ৩৬৬
❖ শিক্ষার অঙ্গনে দুটি সর্বাধিক জনবহুল দেশ : চিন ও ভারত ৩৭৯
❖ বিশ্বমানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০০ এবং আমরা ৩৮৪
❖ ভারত এখন ১৩৫ নম্বরে — তারপর? ৩৮৭
❖ শৈশবহীন শিশুর কান্না কবে শেষ হবে? ৩৯০
❖ আজকের জার্মানি ও তার শিশুসমাজ ৩৯৩
❖ বিশ্ব মানবিক উন্নয়ন ও ভারত ৩৯৬
❖ বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ (স্কুল সার্ভিস কমিশন) ৩৯৯

- ❖ শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ও বিশ্বায়নের প্রভাব ৪০২
- ❖ সর্বশিক্ষা অভিযান — কী, কেন, কীভাবে : কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ৪০৫
- ❖ বেগম রোকেয়া ও মুসলিম নারীসমাজ ৪১৪
- ❖ দেশের শক্তি অস্ত্রে না মানবিক বিকাশে ৪১৯
- ❖ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও কিছু কথা ৪২৩
- ❖ আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়! ৪২৮
- ❖ মুখোশের অন্তরালে ৪৩২
- ❖ শিক্ষা-জগতের আর্থিক সঙ্কট ৪৩৭
- ❖ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাধবজি যা কহিলেন ৪৪০
- ❖ জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থা ও আমরা ৪৪৪

❑ **শিক্ষা : ভাষা প্রসঙ্গ** **৪৪৯-৪৭৪**

- ❖ বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস ও ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী ৪৫১
- ❖ ইংরেজি কেন শিখব, কখন থেকে কীভাবে শিখব ৪৫৫
- ❖ মাতৃভাষা বনাম ইংরেজি মাধ্যমের 'শিক্ষা ৪৬২
- ❖ প্রসঙ্গ : ইংরেজি শিক্ষা ৪৬৭
- ❖ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ৪৭১
- ❖ একটি সাক্ষাৎকার — আমরা আধুনিক পদ্ধতিতে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতী ৪৭২

❑ **শিক্ষা বাজেট** **৪৭৯-৫১৪**

- ❖ কেন্দ্রীয় শিক্ষা বাজেট : আত্মহত্যার আর একটি পদক্ষেপ ৪৮১
- ❖ স্বাধীন ভারতের নিকৃষ্টতম শিক্ষা বাজেট ৪৮৫
- ❖ কেন্দ্রীয় শিক্ষা বাজেট (১৯৯৩) — বঞ্চনা না প্রবঞ্চনা ৪৯০
- ❖ ১৯৯৪-'৯৫ আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট ও শিক্ষাচিত্র ৪৯৪
- ❖ কেন্দ্রীয় শিক্ষা বাজেট : রটনা ও ঘটনা (১৯৯৫) ৪৯৮
- ❖ কেন্দ্রীয় শিক্ষা বাজেট ১৯৯৭-'৯৮ ৫০৩
- ❖ কেন্দ্রীয় বাজেট ও শিক্ষা (১৯৯৯) ৫০৭
- ❖ কেন্দ্রীয় শিক্ষা বাজেট (১৯৯৯-২০০০) প্রসঙ্গে ৫১১

❑ **পরিশিষ্ট** **৫১৫-৫৩৬**

- ❖ প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ৫১৭
- ❖ কেন্দ্রীয় সরকার বা সংসদ কর্তৃক শিক্ষা কমিশন নিয়োগ ৫২০
- ❖ পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত শিক্ষা কমিশন বা শিক্ষা কমিটি ৫৩১
- ❖ নির্দেশিকা : ব্যক্তিনামভিত্তিক ৫৩৩
- ❖ নির্দেশিকা : সংস্থাভিত্তিক ৫৩৫

প্রারম্ভিক শিক্ষা : কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের স্থান

মুখে যা বলে কাজে তার ঠিক বিপরীত করে যে বাংলা ভাষায় তাকে কপট বলে। ব্যক্তি হোক, সংস্থা হোক আর সরকার হোক, যিনিই এই দোষে দুষ্ট তাঁকেই ওই আখ্যা দেওয়া অন্যায় হবে কিনা জানি না। তবে তথ্য এবং ঘটনা প্রমাণ করছে বর্তমানের কেন্দ্রীয় সরকার সেই কাজই করে চলেছে। অন্তত শিক্ষা, বিশেষ করে প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় একথা বলা চলে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শনিবারের বারবেলায় কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরের ব্যয়বরাদ্দের দাবি লোকসভায় পেশ করেছিলেন। তাঁর মুদ্রিত ভাষণের ৭ পৃষ্ঠায় শিক্ষা সম্পর্কে অনেক বড়ো বড়ো কথার উল্লেখ ছিল। নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরবর্তী তিন বছরে দেশে ১ লক্ষ ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার অঙ্গীকার তিনি তাঁর ওই ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন। সারা দেশে কোনো শিশুকে আর ১ কিলোমিটারের বেশি পথ হেঁটে প্রাথমিক স্কুলে যেতে হবে না। শিক্ষার এই সুঠাম ব্যবস্থা আগামী ৩ বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। সরকারের সমর্থক আঠারো দলের সংসদ সদস্যগণ একসঙ্গে সমস্ত শক্তি দিয়ে টেবিল চাপড়িয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে অর্থমন্ত্রীর এই যুগান্তকারী ঘোষণাকে অভিনন্দন জানালেন। সরকার সমর্থক সংবাদ মাধ্যমগুলি আহ্লাদে ডগমগ হয়ে এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপক প্রচার শুরু করে দিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটনাটা কী?

এই সরকার ক্ষমতায় এসে গত বছর প্রথম ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য লোকসভায় পেশ করে এবং তা অনুমোদিত হয়। ওই প্রস্তাবে প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ২,৭৮০ কোটি টাকা। বর্তমান বছরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাত্র ২৫৫ কোটি টাকা। একুনে ৩,০৩৪ কোটি টাকা। ১০০ কোটি মানুষের বাস আমাদের এই দেশে। ১৬ শতাংশ বিশ্ববাসী আছেন এই ভারতে। অথচ নিখিল বিশ্বের নিরক্ষর মানুষের ৩৩ শতাংশই আছেন এখানে। বেদনার চিত্রের এখানেই শেষ নয়। দুনিয়ার দেশে দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা কমছে। ব্যতিক্রম শুধু ভারত। আমরা যখন স্বাধীন হই তখন এখানে মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি। এখন নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাই প্রায় ৪০ কোটি। শশিকলার মতো দিনকে-দিন নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা এখানে বেড়েই চলেছে। এই করুণ দৃশ্যপটের উপর দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রারম্ভিক শিক্ষাখাতে চলতি বছরে যা বরাদ্দ করেছে তা হল বছরে মাথাপিছু ৩০ টাকা বা মাসে ২ টাকা ৫০ পয়সা। অথচ অর্থমন্ত্রী বললেন ৩ বছরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার বা বছরে ৬০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে। এই সরকার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক তাপস মজুমদারের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন করার জন্য

প্রয়োজনীয় অর্থ ইত্যাদির হিসাব-নিকাশ করার দায়িত্ব ওই কমিটিকে দেওয়া হয়েছিল। কমিটি তার প্রতিবেদন পেশ করেছে। তারা সুপারিশ করেছে এই কাজ সম্পন্ন করতে হলে উল্লিখিত তিন বছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে ১৫,২০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার এ-বছর বাড়িয়েছে ২৫৫ কোটি টাকা। কথা এবং কাজের মধ্যে কী অপূর্ব মিল!

বিশ্ব শিক্ষা কমিশন হিসাব কষে দেখিয়েছে ৬ থেকে ৯ বছরের যে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার আদৌ কোনো সুযোগ পায় না তাদের সংখ্যা সারা বিশ্বে ১৫ কোটি। এর ২২ শতাংশ তার মানে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ শিশুই আছে ভারতে। তাদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা দরকার এই সরকারের সিদ্ধান্তে তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন নেই। ওরা মুখে যে কথাই বলুন, কাজে যে এখানে জমাটবাঁধা নিরক্ষরতার অন্ধকার দূর করতে ওরা অনিচ্ছুক তা পরিষ্কার।

উন্নিকৃষ্ণণ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। তার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার এর প্রথম ধাপ হিসাবে সংবিধান সংশোধন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। ওই সরকারের পতন হওয়ার পর সেই উদ্যোগের উপর পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই। এর নাম কি সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা? দেবেন না ওরা তার জবাব?

হ্যাঁ, একথা ঠিক — এই দায়িত্ব একা কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। রাজ্য সরকারগুলিরও একটি ভূমিকা অতি অবশ্যই থাকবে। শিক্ষা যেহেতু সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মূল দায়িত্ব থাকলেও রাজ্য সরকারগুলিরও দায়িত্ব আছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সেই দায়িত্ব পালনে তারা নিয়মিতভাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমান বাৎসরিক ব্যয়বরাদ্দে প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য এখানে বরাদ্দ হয়েছে ১২০০ কোটি টাকার কিছু বেশি। সারা দেশের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি কংগ্রেস — মূল এবং তৃণমূল আর সেই সঙ্গে বিজেপি বামফ্রন্ট সরকারকে সমালোচনা করে বলে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ অনেক বাড়ানো হয়েছে একথা সত্য, কিন্তু প্রায় সব অর্থ তো শিক্ষকদের বেতনের জন্য খরচ হচ্ছে। তাহলে শিক্ষার অগ্রগতি হবে কী করে। এখানেই ওদের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ব্যবধান। এই রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বামফ্রন্ট সরকারের ২২ বছরে বেড়েছে ১৬ গুণেরও কিছু বেশি। শিক্ষকদের অভুক্ত রেখে শিক্ষার রথ যথার্থভাবে চলতে পারে না, মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক — আর্থিক তথা সামাজিক দিক দিয়ে তাদের পঙ্গু করে রেখে দিয়ে যাঁরা শিক্ষার প্রসার এবং উন্নয়ন ঘটাতে চান তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। বামফ্রন্ট সরকার যেমন শিক্ষকদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন সাধন করেছে তাদের শিক্ষকতা জীবন ও সেই সঙ্গে অবসরকালীন জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে — সেই সঙ্গে অন্য রাজ্যের তুলনায় অধিক সংখ্যায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। মামলায় উপর্যুপরি নিষেধাজ্ঞার কবলমুক্ত যখনই হয়েছে তখনই শিক্ষালয়ের প্রসার ঘটিয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তর সহযোগী ভূমিকা নিয়ে কয়েক হাজার শিশুশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ সার্বিক শিক্ষা, সাক্ষরোত্তর এবং প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্র খুলে শিক্ষার

গতিকে শক্তিশালী করেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, শিক্ষার মানের বিচারে এই রাজ্য অন্য রাজ্য থেকে এতটুকু পিছিয়ে নেই।

কেন্দ্রের বি জে পি জোট সরকার মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক শিক্ষা বিস্তার করে যখন শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী চরিত্রকে বিনষ্ট করতে উদ্যত — তখন এই সরকার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে প্রতিহত করতে যেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে — তার সঙ্গে এখানে আগামী শতাব্দীতে যাতে তরুণসমাজ যোগ্য দায়িত্ব পালন করতে পারে — তার জন্য শিক্ষাক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষাসূচির ইতিবাচক সংস্কার ও সংশোধন করার ব্যবস্থা নিয়েছে। এখানে প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য যতখানি করা প্রয়োজন — তার সবটুকু করা গেছে এই দাবি নিশ্চয়ই করব না। কিন্তু এত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও এই রাজ্যে যা হয়েছে তাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এই রাজ্যই একমাত্র রাজ্য যেখানে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে কাজ করার আইনগত অধিকার ভোগ করে। সরকারের হস্তক্ষেপের বাইরে থেকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে করে যাতে এই শিক্ষা পরিচালিত হতে পারে তার ব্যবস্থা এখানে আছে। মামলার জন্য এত দিন পারা যায়নি — এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে। শিক্ষকদের প্রতিনিধিই এখানে হবেন মূল চালিকা শক্তি। অন্য রাজ্যে এসব কথা চিন্তারও বাইরে। কিন্তু এখানেও একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে তা হল শিক্ষক সমাজের দায়বদ্ধতা। আজকের শিশু বিভিন্নভাবে প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। আবার সুযোগও তাদের সামনে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। শিক্ষক সমাজই পারে প্রতিকূলতার আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে শিশুদের সম্ভাব্য সুযোগের দ্বার খুলে দিতে। এই সমাজ যখন শিক্ষকদের যোগ্য মর্যাদা দিতে এগিয়ে এসেছে শিক্ষকদেরও সেই ঋণ নিজ ভূমিকার দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। শিক্ষার একেবারে শুরুতে যে শিক্ষক সমাজ কর্তব্য পালন করতে নিবেদিত, সকল সমাজ-সচেতন মানুষ আশা করবেন — সেই আচার্যগণ নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করবেন।

'পশ্চিমবঙ্গ. প্রাথমিক শিক্ষা সমাচার', ৩৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

জাতীয় নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মান

কথাটি বারে বারে ওঠে, বিভিন্ন জায়গা থেকে ওঠে — শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ কি পিছিয়ে যাচ্ছে? অন্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যের শিক্ষার মান কি নেমে যাচ্ছে? বামফ্রন্টের কট্টর বিরোধীরাও অম্লান বদনে স্বীকার করেন — হ্যাঁ, গত ১৫ বছরে এই রাজ্যে শিক্ষার সুযোগ বিশালভাবে বেড়েছে। শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বিশেষভাবে বেড়েছে। এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার কায়েম হওয়ার আগের বছর প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫০ লাখ, তার সঙ্গে বর্তমানে ৪২ লাখ যোগ করে দাঁড়িয়েছে ৯২ লাখ। মাধ্যমিক স্তরে এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪ লাখ থেকে ৬৯ লাখে উঠেছে। উচ্চ-মাধ্যমিকে ১৯৭৬-৭৭ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার — এখন হয়েছে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার। কলেজে এই সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৬৩ হাজারে পৌঁছে গেছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও এই ১৫ বছরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামেগঞ্জে, শহর-মোকামের দিকে তাকালেও বোঝা যায় এই রাজ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বামফ্রন্টের রাজত্বে দারুণভাবে বেড়েছে। সারা দেশে কোথাও এর তুলনা নেই। এই কথা মেনে নিতে কোনো মহলের থেকে বিন্দুমাত্র আপত্তি আজ পর্যন্ত ওঠেনি। কিন্তু যে কথাটি উঠেছে তা হল শিক্ষা তো প্রসারিত হচ্ছে — তবে এর মান যে অন্য রাজ্যের তুলনায় নেমে যাচ্ছে। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় আমাদের ছেলে-মেয়েরা যে তা হলে মার খাবে — তার কী হবে?

আমাদের সমাজে এক অংশের মানুষ আছেন — তাঁরা মনে করেন রাজ্যে শিক্ষার মান নিম্নগামী একথা একেবারেই ঠিক নয় — বরং উলটোটা হচ্ছে। আর এক অংশের মানুষের মতে এই মান নামছে। যাঁরা মনে করেন নামছে — তাঁদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক, বামফ্রন্টের ব্যর্থতায় যাঁরা পরম পুলক অনুভব করেন — আদর্শগতভাবে যাঁরা বামফ্রন্ট-বিরোধী। দুই, এমন অনেকে আছেন যাঁরা নানাবিধ কারণে হতাশায় ভুগছেন — শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁদের হতাশাগ্রস্ত মিশ্রিত মানসিকতা দিয়ে এর মান বিচার করেন এবং আরো হতাশ হন। তিন, শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলির ধারাবাহিক জোরালো প্রচারে তাঁরা বিভ্রান্ত — এই প্রচার বা অপপ্রচারের সহজ শিকার হয়ে যান। শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে তা আবার বামফ্রন্টের আমলে যারা শিক্ষার জন্য এত পয়সাকড়ি ব্যয় করছে এই ধারণা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান — শিক্ষার মান সত্যসত্যই নেমে যাচ্ছে।

এই সব কথাবার্তা তা সে পক্ষেই হোক আর বিপক্ষেই হোক যাঁরা বলেন তাঁদের কারুর হাতে কোনো নির্ভর করার মতো তথ্য নেই বললেই চলে। নেহাত একটি ইচ্ছা বা ধারণা থেকেই কথাগুলি বলেন। উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে তবুও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি

কমিশনের পক্ষ থেকে গবেষণার জন্য বৃত্তি দিতে কিছু সর্বভারতীয় পরীক্ষা হয় কিংবা অধ্যাপক নিয়োগের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কিছু যোগ্যতা নিরূপণের পরীক্ষা হয় — তা থেকে অন্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের মানের একটি তুলনামূলক বিচার করার সুযোগ হয়। সেখানে দেখা গেছে দেশের মধ্যে আমাদের রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করেছে। অন্য সংবাদপত্র চেপে গেলেও 'গণশক্তি' পত্রিকায় তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষার মান বোঝার জন্য এযাবৎ কাল কোনো সর্বভারতীয় ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য স্রেফ ধারণা থেকেই এই বিতর্কে সকলে মতামত প্রকাশ করতেন। সালটি ছিল সম্ভবত ১৯৮৮। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের একটি সভায় সারা দেশের বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার মান নির্ণয়ের জন্য একটি সার্বিক মূল্যায়নের জন্য আমি প্রস্তাব করি। সকল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীগণ তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। ঠিক হয় জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এন সি ই আর টি) দেশব্যাপী এই সমীক্ষা গ্রহণ করবে। সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ বিকাশ বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে ওই পরিষদকে এই বিরাট কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করে। পরিষদ এইচ. এস. শ্রীবাস্তবকে প্রকল্প অধিকর্তা (প্রজেক্ট ডিরেক্টর) করে সুবিশাল বাহিনী নিয়ে এই কাজ আরম্ভ করেন। ভারতের শিক্ষা ইতিহাসে এ এক অভিনব উদ্যোগ। সারা দেশের বিদ্যালয় স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনামূলক শিক্ষার মান বোঝার জন্য এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের তুলনামূলক শিক্ষার মান নিরূপণের জন্য এটিই প্রথম প্রয়াস।

ওঁরা ঠিক করেন আধুনিক নমুনা সমীক্ষা যে পদ্ধতিতে হয় সেই পদ্ধতি অনুযায়ী এই সমীক্ষা চালানো হবে। আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে সমাজে যে বিভিন্ন স্তর আছে সেই স্তরগুলিতে যেমন সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী আছে তাদের সংখ্যার গুরুত্ব সঠিকভাবে যাতে এই সমীক্ষায় আসে সে দিকে নজর রাখতে হবে। অনুন্নত পশ্চাৎপদ কিংবা অগ্রণী এলাকার বিদ্যালয় সংখ্যা অনুযায়ী যাতে সমীক্ষায় আসে, সে দিকেও যথাযথ লক্ষ রাখা হবে এটাও ঠিক হয়। ১৯৯০ সালে ২১ জানুয়ারি একই দিনে সমগ্র ভারতে একই প্রশ্নপত্রে এই পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা হয় মাধ্যমিকের শেষ শ্রেণী দশম শ্রেণীতে এবং উচ্চমাধ্যমিকের শেষ শ্রেণী দ্বাদশ শ্রেণীতে। দশম শ্রেণীতে তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা হয় যথা — সমাজবিদ্যা (ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিদ্যা, বিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও জীববিজ্ঞান) এবং গণিতশাস্ত্র। দ্বাদশ শ্রেণীতে মানবিক শাখার ৭টি বিষয় যথা — ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, বাণিজ্য, হিসাবশাস্ত্র ও গণিত এবং বিজ্ঞান শাখার চারটি বিষয় যথা — পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও গণিত-এ এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। ইংরাজি এবং স্থানীয় ভাষায় উত্তর দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়। উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীর নামধাম ইত্যাদি গোপন রেখে কোড নম্বর দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অদল-বদল করে এই উত্তরপত্র পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। ওই নির্দিষ্ট তারিখে ভারতের ৪,৯৭৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৪,০৬,৮৫৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসে। এই পরীক্ষার পূর্বেই তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর তাদের পাস-ফেল নির্ভর করবে না — তাদের অন্য কোনো প্রকার সুবিধা